## হ্যাবিটাট II

# সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মানবীয় বসতি সম্মেলন

কুন্তলা সাহিড়ী দত্ত

আজকের দিনে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষই বাস করে নানা আয়তনের নাগরক জনবসতিতে। বিশেষজ্ঞদের মতে ২০২৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ শহরে বাস করবে। ভাবা যায়, প্রতি সপ্তাহে পৃথিবীতে শহরবাসী জনসংখ্যা বাড়ছে দশ লক্ষ করে?

উন্নয়নের ক্ষেত্রেও শহরগুলি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ লোকজনের কাছে শহর যেন এক চুম্বক, সর্বদাই তাকে টানছে। গ্রামে যা যা নেই, শহরে তা রয়েছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ পাওয়া যাবে শহরে গেলেই। চাকরির সুযোগ, আবাসনের সুবিধা, পরিষেবার বন্দোবস্ত— এসব কিছুই যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে শহরে, যেমন হয়েছে উৎপাদনশীলতা ও উন্নয়ন।

সুতরাং শহরের জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। আর এর ফলে যে সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে তাদের তালিকাও বেশ দীর্ঘ। কোনও কোনও ক্ষেত্রে শহরের জনসংখ্যার প্রায় ষাট শতাংশই রয়েছে দারিদ্র্যসীমার নিচে। বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর নাগরক জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এখনও নিম্নমানের বাসস্থান ব্যবহার করে, চল্লিশ শতাংশের কাছে কোনওরকম নির্ভরযোগ্য জল সরবরাহ ব্যবস্থা বা পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত পৌঁছায় না। জনবসতিগুলির দ্রুত বৃদ্ধি ও তাদের পরিবেশের অবনতির কারণে আজকের দুনিয়ায় প্রায় ৬০ কোটি মানুষ বিপজ্জনক জীবন যাপন করে। এই ষাট কোটির অর্ধেকই হল শিশু, যারা আমাদের ভবিষ্যৎ।

শুধু উন্নতিশীল দেশগুলোতেই নয়, নাগরক জীবনের সমস্যাগুলি আজ উন্নত বিশ্বেও সমানভাবে অনুভূত হচ্ছে। নাগরক জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ অঞ্চলেই দেখা দিয়েছে কয়েকটি সাধারণ সমস্যা— ঘিঞ্জিভাবে গড়ে ওঠা বাড়িঘর, ন্যূনতম পরিষেবার বন্দোবস্ত করার মত অর্থের অভাব, আবাসনের অভাব এবং বহির্কাঠামোর ক্রমাবক্ষয়।

তাহলে কি আমাদের শহরগুলো ক্ষয় পেতে পেতে পরিবেশগত অবনতির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একেবারে মুছেই যাবে পৃথিবীর বুক থেকে! আজকের ক্রমবর্ধমান পরিবেশ সচেতনতার যুগে কি শহরগুলোর কিছুই দেখার নেই ভবিষ্যতের মানবসমাজকে? প্রকৃতির সীমাকে ঠেলে প্রযুক্তি নির্ভর মানুষ আজ এতটাই দূরে সরিয়ে ফেলেছে যে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হতে বসেছে। আজকের মানুষের হাতে যে ভূমি ও জল উপকরণ রয়েছে তার পরিমাণ আর বেশি বলা চলে না। এই পরিস্থিতিতে অসম্ভব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে আমাদের মানবীয় বসতিগুলোকে নিখুঁতভাবে পরিকল্পনার মাধ্যমে গড়ে তোলা। একমাত্র এরকম পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমেই আমরা গড়ে তুলতে পারব বহনযোগ্য টেকসই নগরায়ন (sustainable urbanization), যা ভঙ্গুর প্রাকৃতিক পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখবে, অক্ষত রাখবে।

এই সমস্যাগুলোর মোকাবিলার জন্য এবং প্রাযুক্তিক উন্নয়নের সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে যাতে বহনযোগ্য নগরায়নের পথে প্রতিটি দেশকে এগিয়ে দেওয়া যায়— তার জন্যই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ডেকেছেন 'সিটি সামিট', নগরসংক্রান্ত শিখর সম্মেলন যা পরিচিত হচ্ছে হ্যাবিটাট ২ নামে। আগামী জুন মাসের ৩ তারিখ থেকে ১৪ পর্যন্ত, তুরস্কের ইস্তানবুলে বসছে এই সম্মেলন। এর মূল বিষয়বস্তু হল নগরায়মান পৃথিবীতে টেকসই জনবসতি গড়ে তোলা এবং সকলের জন্য যথেষ্ট আশ্রয়ের বন্দোবস্ত।

হ্যাবিটাট ২-এর লক্ষ্য চারটি। প্রথমত, **পৌর স্বায়ত্তশাসনের উন্নতি ঘটানো শহরবাসীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে।** দুর্নীতিগ্রস্ত নেতৃত্ব এবং সুপরিচালনার অভাবে শহরগুলোর আকারগত, পরিবেশগত, সামাজিক এবং নৈতিক গঠন যেন ভেঙে না পড়ে তা দেখার জন্য সরকার ও স্থানীয় প্রশাসকদের সঙ্গে নাগরিক/শহরবাসীদের যৌথ প্রচেষ্টায় নামতে হবে। শহরবাসী সাধারণ মানুষ যেন স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন, এবং যৌথভাবে উদ্ভাবনী সমাধানে পৌঁছাতে পারেন— এই চেষ্টা গড়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয়ত, **আবাসন ও বহির্কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেসব অপূর্ণতা রয়েছে** তা পূরণ করতে হবে। পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তা গড়ে তোলা বা জনস্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে সরকার একাই সব দায়িত্ব পালন করতে পারে না। নতুন আইন, প্রতিষ্ঠান ও নীতি গড়ে তোলার মাধ্যমে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে যাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র ও গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠনগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি করে এসব ক্ষেত্রে এগিয়ে এসে তাদের অবদান রাখতে পারে।

তৃতীয়ত, **শহরগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তির উন্নতি করার জন্য দারিদ্র্য দূর এবং** চাকরি সৃষ্টি করতে হবে। বিশেষ করে শহরে নারীদের মধ্যে দারিদ্র্য বাড়ছে দ্রুতবেগে। শহরের দরিদ্রদের বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হল অসংগঠিত ক্ষেত্রে কোনও না কোনও কাজ খুঁজে নিয়ে যেমন তেমনভাবে জীবিকা নির্বাহ। দ্রব্য উৎপাদন থেকে পরিষেবা বণ্টন, বহির্কাঠামো বা ঘরবাড়ি নির্মাণের কাজে নিযুক্ত এই অসংগঠিত ক্ষেত্রই শহরের দরিদ্রদের জন্য কাজের উপায় করে দেয়। রাস্তায় হকারি করে, বাতিল মাল কুড়িয়ে এনে নতুন করে তৈরি করে, খাদ্য উৎপাদন করে শহরের দরিদ্ররা মূলত অর্থ রোজগারের সংস্থান করে। বেঁচে থাকার জন্য কত নব নব পদ্ধতি ও উপায় এরা প্রতিদিন উদ্ভাবন করে চলেছে! তবে এই অসংগঠিত ক্ষেত্রেও শোষণের মাত্রা কম নয়, এবং কোনওমতে টিকে থাকার চেয়ে মানুষের জন্য বেশি উন্নতি এই ক্ষেত্রের থেকে আশা করা যায় না। বৃহত্তর অর্থনৈতিক কৌশল এবং অধিকতর অংশগ্রাহী নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে ছোট-বড় শহরগুলিতে নতুন ও অধিক পারিশ্রমিকের কর্মসংস্থান করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

চতুর্থত, **নগরোন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত দিকগুলির দিকেও নজর দিতে হবে।** ১৯৯২ সালে রিও ডে জেনিরোতে পরিবেশ ও উন্নয়ন নিয়ে যে আলোচনাসভা বসে তাতে 'বিষয়সূচি ২১' (এজেন্ডা ২১) নামে এক কর্মসূচি গৃহীত হয়। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য পরিবেশের অবহেলা, দারিদ্র্য ও অনুন্নয়নে পীড়িত আমাদের এই পৃথিবীকে বাঁচানো। এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা একমাত্র সম্ভব শহরগুলোতে স্থানীয়ভাবে পরিবেশগত বিপদের মোকাবিলার মাধ্যমে। শহরগুলোতে পরিবেশগত সমস্যা বিপজ্জনকভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে তো বটেই, এসব সমস্যা বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে শহরের দরিদ্রদের। সুতরাং 'এজেন্ডা ২১' সফল হবে না যদি বড় বড় শহরগুলোর পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে দূর না করা যায়। গোটা পৃথিবীতেই স্থানীয় পরিচালকদের কাছে এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠছে। একবিংশ শতাব্দীতে বহনযোগ্য উন্নয়ন (sustainable development) বহুলাংশে নির্ভর করবে পৃথিবীর মেগা শহর থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র গ্রাম পর্যন্ত সমস্ত মানবীয় জনবসতি কিভাবে পরিবেশের সঙ্গে আদানপ্রদান করবে এবং প্রাকৃতিক উপকরণগুলিকে ব্যবহার করবে, তার ওপরে।

এছাড়া সমাজে স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ সংক্রান্ত সচেতনতা বাড়াতে হবে। নারী ও পুরুষেরা শহরগুলিকে ব্যবহার করে পৃথকভাবে, শহরের পরিবেশগত ও অন্যান্য বিষয় তাদের চোখে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে প্রতীয়মান হয়। নারী ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকার এই পার্থক্যগুলি নিভর করে তাদের সামাজিক ও পরিবারিক দায়িত্ব এবং সম্পদের ওপর অধিকারের ওপর। শহরের যেসব অংশে প্রাথমিক পরিষেবার বন্দোবস্ত নেই, যেমন বস্তিগুলোতে, সেখানে নারীরাই জলসংগ্রহ ও আবর্জনা ফেলার দায়িত্ব নেয়। অথচ পারিবারিক সম্পত্তি, ঋণগ্রহণ, কর্মশিক্ষা ও প্রযুক্তিগত ব্যাপারে নারীদের অধিকার খুবই কম। কিন্তু এই অসাম্য দূর না করলে শহরগুলোর উন্নয়ন কঠিন হয়ে পড়ছে। এই অসাম্য যতদিন থাকবে ততদিন নারীদের পক্ষে নিজেদের এবং সন্তানদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা সম্ভব হবে না।

**শুধু তাই নয়, বিপর্যয় নিরোধ, ত্রাণ ও পুনর্গঠনের প্রসঙ্গগুলো ভুলে গেলে চলবে** না। শহরগুলো যতই বড় হচ্ছে, যতই তাদের জনঘনত্ব বাড়ছে, ততই বাড়ছে মানুষের ডেকে আনা বিপর্যয়, যেমন ভূমিকম্প, বন্যা, শিল্পগুলির থেকে বিপদের ঝুঁকি, মহামারী, নাগরিক দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধ প্রভৃতি। শহরের দরিদ্ররা বাধ্য হচ্ছে শহরের সবচেয়ে বিপর্যয়প্রবণ এলাকাগুলোতে ঘিঞ্জিভাবে বাস করতে। শহরের আবর্জনার ঢিপি, খাড়া পাহাড়ের ঢাল, বন্যাপ্রবণ এলাকা বা দূষিত নদীগুলোর তীরে আশ্রয় নিচ্ছে তারা। ফলে বিপর্যয় যখন ঘটে, সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে শহরের দরিদ্রদের ওপরেই, তারাই হয়ে পড়ে গৃহহীন, প্রাণ যায় তাদেরই। উন্নততর পরিকল্পনা, শহরের ভূমি দরিদ্রদের আয়ত্তের মধ্যে আনা, উন্নততর নির্মাণ প্রক্রিয়া প্রভৃতির মাধ্যমে বিপর্যয়ের তীব্রতা কমানো সম্ভব।

হ্যাবিটাট ২ বা সিটি-সামিটে নির্ধারিত হবে ওপরের আলোচিত বিষয়গুলি সংক্রান্ত নীতি এবং কর্মপ্রকল্প। আগামী দুই দশকে পৃথিবীর শহর ও গ্রামগঞ্জগুলির সমস্যা ও তা সংশোধনে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তার একটা রূপরেখা তৈরি হবে বলে আশা করা যায়। বিশেষ করে আগামী পাঁচ বছরে, জরুরি ভিত্তিতে কি কর্মসূচি নেওয়া হবে তা ঠিক হবে এই শিখর-সম্মিলনে।

যাতে এই আলোচনা সভা পূর্ণ সার্থক হতে পারে তার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শুধু বিভিন্ন রাষ্ট্রই নয়, স্থানীয় পরিচালক, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, গোষ্ঠীভিত্তিক সংগঠন, বেসরকারি সংগঠন এবং পণ্ডিত-বৈজ্ঞানিকদের আহ্বান করেছে। এঁদের সকলকে একসঙ্গে নিয়ে আলোচনায় না বসলে পরিকল্পনা, সম্পদ সঞ্চালন এবং বিনিয়োগকে মানবীয় জনবসতির উন্নয়নে সার্থকভাবে কাজে লাগানো যাবে না।

মানুষের বসবাসের পরিবেশকে উন্নত করে তুলতে 'সবচেয়ে ভাল' (best practice) পন্থাগুলিকে চিহ্নিত করার কাজ চলছে। এখন এই শিখর সম্মেলন থেকে কি পাওয়া যায়, তার দিকে অধীর আগ্রহে চেয়ে রয়েছি আমরা।

# সাম্প্রদায়িকতাবাদের সামাজিক উৎস